

সামাজিক ব্যবস্থা



পরীক্ষায় কমন পোতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ২০ মনিরুল ইসলাম সম্প্রতি একটি ৪তলা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। বাড়িটির দ্বিতীয় তলায় তিনি পরিবারসহ বসবাস করছেন। বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটগুলো ভাড়া দিয়েছেন। মনিরুল সাহেবকে আজ একজন সুখী মানুষ বলা যায়। সারাজীবন তিনি তার শিক্ষা, বুদ্ধি এবং কঠোর পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়েছেন। আর তাই তার জীবন আজ অনেকটা পরিপূর্ণ।

◀ শিখনফল-১

- ক. সম্পত্তি কী? ১
- খ. প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্পত্তি এক নয় কেন? ব্যাখ্যা দাও। ২
- গ. মনিরুল সাহেবের বাড়িটি কীভাবে তার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. অবস্তুগত সম্পত্তিকে কাজে লাগিয়েই মনিরুল সাহেব বস্তুগত সম্পত্তির মালিক হয়েছেন— বিশ্লেষণ করো। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্পত্তি হলো এমন বিষয় বা বস্তু যার উপযোগিতা রয়েছে এবং যার ওপর সমাজ কর্তৃক মানুষের অধিকার স্বীকৃত।

খ প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্পত্তির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। সাধারণত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার উপযোগী হলেই তা সম্পত্তিতে পরিণত হয়। যেমন-আমাদের ভূগর্ভে ও জলাশয়ে এখনো অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ অনাবিস্কৃত রয়েছে। এগুলো আবিষ্কারের পর ব্যবহার উপযোগী হলে তা হবে রাষ্ট্রীয় মালিকানার সম্পত্তি বা পাবলিক প্রপার্টি।

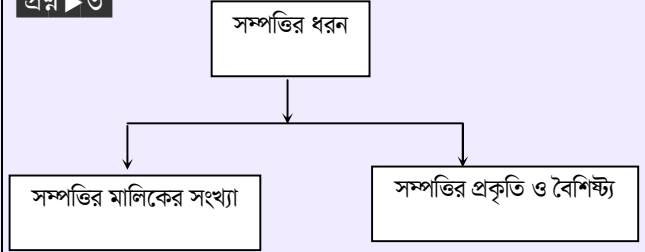
গ সম্পত্তির সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় মনিরুল ইসলামের বাড়িটি একটি সম্পত্তি।

সম্পত্তি বলতে এমন সব বিষয়বস্তুকে বোঝায় যার উপযোগিতা আছে। মনিরুল ইসলামের বাড়িটি তার নিজের অর্থাৎ বাড়িটির মালিকানাস্বত্ব আছে। বাড়িটিতে তিনি নিজে বসবাস করছেন এবং কিছু অংশ ভাড়া দিয়েছেন। অর্থাৎ বাড়িটির উপযোগিতা আছে। তার বাড়িটি হস্তান্তরযোগ্য। কারণ তিনি ইচ্ছা করলে বাড়িটি অন্য কারও কাছে হস্তান্তর করতে পারবেন। বাড়িটি তিনি নিজেই শূন্য নন, তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মও ব্যবহার করতে পারবে। তার বাড়িটির বিনিময় মূল্য আছে। কেননা তিনি বাড়িটি হস্তান্তর করলে বিনিময় মূল্য পাবেন। অর্থাৎ সম্পত্তির সব বৈশিষ্ট্য মনিরুল ইসলামের বাড়িটিতে বিদ্যমান। সুতরাং মনিরুল ইসলামের বাড়িটিকে সম্পত্তি বলা যায়।

ঘ মনিরুল ইসলাম তার অবস্তুগত সম্পত্তি অর্থাৎ নিজ শিক্ষা, বুদ্ধি ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি বস্তুগত সম্পত্তির মালিক হয়েছেন।

যেসব সম্পত্তির কোনো বস্তুগত রূপ নেই সেগুলোই হলো অবস্তুগত বা বুদ্ধিভিত্তিক সম্পত্তি। মনিরুল ইসলামের শিক্ষা, বুদ্ধি ও কঠোর পরিশ্রম অবস্তুগত সম্পত্তি। এগুলোর বস্তুগত কোনো রূপ নেই। আবার বস্তুগত সম্পত্তি বলতে এমন সম্পত্তিকে বোঝানো হয়েছে যা উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা চলে। যেমন- জমি, কারখানা, হাতিয়ার প্রভৃতি। মনিরুল ইসলামের বাড়িটি একটি বস্তুগত সম্পত্তি। যেহেতু তিনি বাড়িটির বিনিময় মূল্য আছে এবং কঠোর পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে বাড়িটির মালিক হয়েছেন, সেহেতু এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, মনিরুল ইসলাম তার অবস্তুগত সম্পত্তির যথাযথ প্রয়োগ করার মাধ্যমেই বস্তুগত সম্পত্তির মালিক হয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ৩



◀ শিখনফল-১

- ক. কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে? ১
- খ. মানুষ কীভাবে শিকারী জীবন থেকে পশুপালন যুগে পদার্পণ করে? ২
- গ. উপরে উল্লিখিত ছকটি কি পরিপূর্ণ হয়েছে? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৩
- ঘ. যদি ছকটি পরিপূর্ণ না হয় তাহলে পরিপূর্ণ ছকটি উপস্থাপন করে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৈতিক জ্ঞানের ভিত্তিতে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

খ শিকার যুগেই মানুষ অনুধাবন করে যে, বনের পশু ক্রমেই উজার হয়ে যাচ্ছে। তারা এটাও লক্ষ করে যে, পশুকে গৃহপালিত করলে তা থেকে বেশি লাভবান হওয়ার সুযোগ ঘটে। তাই মানুষ ক্রমে পশুকে গৃহপালিত করতে শেখে এবং এভাবে মানুষ তাদের শিকার জীবন থেকে পশুপালন যুগে পদার্পণ করে।

গ উপরের ছকে সম্পত্তির মালিকানার ধরন প্রকাশ করা হয়েছে। তবে ছকটি পরিপূর্ণ নয়। কারণ সম্পত্তির ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি মূল বিষয় বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। এ তিনটি বিষয় হলো—

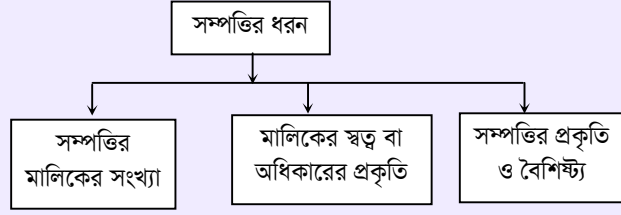
১. সম্পত্তির মালিকের সংখ্যা।

২. মালিকের স্বত্ব বা অধিকারের প্রকৃতি।

৩. সম্পত্তির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য।

যেহেতু ছকে সম্পত্তির দুই ধরনের কথা বলা হয়েছে সেক্ষেত্রে বলা যায় ছকটি পরিপূর্ণ নয়।

ঘ পরিপূর্ণ ছকটি নিচে উপস্থাপন করা হলো—



নিচে এগুলো বিশ্লেষণ করা হলো—

১. সম্পত্তির মালিকের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে সম্পত্তি চার ধরনের। যেমন—

ক. ব্যক্তিগত সম্পত্তি, খ. সমষ্টিগত সম্পত্তি, গ. জনসাধারণের সম্পত্তি, ঘ. সরকারি সম্পত্তি।

২. মালিকের স্বত্ব বা অধিকারের প্রকৃতি অনুযায়ী মালিকানা দুই প্রকার। যথা— ক. সমষ্টিগত মালিকানা, খ. যৌথ মালিকানা।

যৌথ মালিকানা আবার দু'রকম। যথা— i. যৌথ পারিবারিক মালিকানা, ii. অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মালিকানা।

৩. সম্পত্তির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সম্পত্তি দুই প্রকার। যথা— (ক) ব্যক্তিগত সম্পত্তি (খ) সাধারণ সম্পত্তি।

প্রশ্ন ১০ সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক ক্লাসে একটি রাজনৈতিক সংগঠন নিয়ে পড়াচ্ছিলেন। তিনি বললেন, চারটি অপরিহার্য উপাদান দ্বারা গঠিত এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য আমরা সবাই। আমরা চাইলেও এ প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারবো না।

শিখনফল-৩

ক. কর্তৃত্ব কী?

১

খ. 'জীবন হয় ভুড়িভোজ না হয় উপবাস'—এটা কোন যুগের বৈশিষ্ট্য? ব্যাখ্যা করো।

২

গ. উদ্দীপকে শিক্ষকের বক্তব্যে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ মূল পাঠের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্তৃত্ব হলো ক্ষমতা প্রয়োগ করার বৈধ অধিকার।

খ 'জীবন হয় ভুড়িভোজ না হয় উপবাস'— এটা আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য।

আদিম সমাজ হলো একটি শ্রেণিহীন সমাজ। এ সমাজের মানুষের মধ্যে ব্যক্তিমালিকানা ধারণার উদ্ভব ঘটেনি। ফলে তারা সবাই মিলেমিশে বাস করতো এবং সবাই মিলেমিশেই জীবিকা নির্বাহ করত। তারা জীবিকা সংগ্রহ করতে গিয়ে শিকার পেলে সবাই একসাথে ভোগ করত। আর না পেলে সবাই উপবাস থাকতো।

এজন্যই এ সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 'জীবন হয় ভুড়িভোজ না হয় উপবাস'।

গ উদ্দীপকে শিক্ষকের বক্তব্যে 'রাষ্ট্র' নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত এক অত্যাবশ্যকীয় সংগঠনকে রাষ্ট্র বলা হয়। বস্তুত রাষ্ট্র হলো চরম ও সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী। নাগরিকের সুসভ্য ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য রাষ্ট্র অপরিহার্য। জন্মগতভাবে আমরা কোনো না কোনো রাষ্ট্রের সদস্য। উন্নততর ও উত্তম জীবনযাপনের জন্য রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সুসংগঠিত সরকার, সার্বভৌম আধিপত্য ও স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কম বা বেশি জনসমষ্টি নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়।

উদ্দীপকে শিক্ষক ক্লাসে একটি রাজনৈতিক সংগঠন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এ সংগঠন চারটি উপাদান দ্বারা গঠিত এবং আমরা সবাই এর সদস্য। শিক্ষকের আলোচনায় ফুটে ওঠা সংগঠনটি রাষ্ট্রকেই নির্দেশ করে, যা উপরের আলোচনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, শিক্ষকের বক্তব্যে রাজনৈতিক সংগঠন রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান দ্বারা রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

রাষ্ট্র হচ্ছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টি, যা বাহ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ কর্তৃক প্রদত্ত রাষ্ট্রের সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে এর চারটি উপাদান তথা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এগুলো হলো জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব।

রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান হলো জনসংখ্যা। তবে জনসংখ্যার নির্ধারিত সংখ্যা সম্পর্কে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। রাষ্ট্রভেদে জনসংখ্যা কম-বেশি হতে পারে। রাষ্ট্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলতে রাষ্ট্রের স্থলভূমি, জলভূমি, রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে প্রবাহিত নদ-নদী, সাগর-মহাসাগরের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জলসীমা এবং জলভূমি ও স্থলভূমির উপরিস্থিত আকাশসীমাকে বোঝায়। রাষ্ট্রভেদে এ ভূখণ্ড ছোট অথবা বড় হতে পারে। রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদান হলো সরকার। মূলত সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের বাহক। সরকার রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও নীতি প্রণয়ন করতে রাষ্ট্রের সব কাজকর্ম পরিচালনা করে। এক কথায় সরকার হলো রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি। সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত আইনানুগ কর্তৃত্ব। এ এক অবিভাজ্য নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব যার দ্বারা অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর হস্তক্ষেপ থেকে দেশকে রক্ষার চূড়ান্ত ক্ষমতা জন্ম নেয়। সার্বভৌমত্ব ছাড়া কোনো সংগঠনই রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে না।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কোনো এলাকাকে রাষ্ট্ররূপে চিহ্নিত করতে উপরে বর্ণিত চারটি উপাদান তথা বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে ক্লাসে আলোচনা করছিলেন প্রফেসর জামাল উদ্দিন। তিনি বললেন, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক মতভেদ রয়েছে। এক মতবাদে বলা হয়, রাষ্ট্র সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং রাজা সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি। তাই জনগণ রাজার আদেশ মানতে বাধ্য। আবার আরেক মতবাদে বলা হয় দ্বন্দ্ব ও লড়াই এর মাধ্যমে টিকে থাকা অর্থাৎ যার শক্তি আছে সেই টিকে থাকবে।

◀ শিখনফল-৪

- ক. ধর্ম কী? ১
- খ. শিক্ষা বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে প্রফেসর জামাল উদ্দিন প্রথমে কোন মতবাদ সম্পর্কে ইজিত প্রদান করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে জামাল সাহেবের আলোচিত মতবাদ দুটির মধ্যে তুলনামূলক মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্ম হচ্ছে অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস।

খ শিক্ষা বলতে কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা বা জ্ঞাত হওয়াকে বোঝায়।

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে কাক্ষিত পরিবর্তন ঘটে। অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে এই পরিবর্তন ঘটে যা ব্যক্তি ও সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য, কল্যাণকর ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। শিক্ষা একটি ধারাবাহিক ও পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়াও বটে।

গ উদ্দীপকে প্রফেসর জামাল উদ্দিন প্রথমে রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ সম্পর্কে ইজিত প্রদান করেছেন।

ঐশ্বরিক মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ। এ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বর এ পৃথিবীর কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে তার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ প্রতিনিধিরাই জনসাধারণের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রকাশ করেন এবং জনসাধারণের রাজা হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। ঐশ্বরিক মতবাদ অনুসারে যেহেতু রাজা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, সেহেতু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারী জনগণের উচিত রাজার নির্দেশ মেনে চলা এবং রাজার কাছে অনুগত থাকা। রাজার অবাধ্য হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া। রাজা জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। কেননা তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, জনগণের প্রতিনিধি নন।

উদ্দীপকে প্রফেসর জামাল রাষ্ট্র সৃষ্টির উৎপত্তি নিয়ে আলোচনাকালে প্রথমে বলেন, এক মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং রাজা সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি। উদ্দীপকের এ মতবাদ উপরে আলোচিত ঐশ্বরিক মতবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, প্রফেসর জামাল প্রথমে ঐশ্বরিক মতবাদের প্রতি ইজিত করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের প্রফেসর জামাল প্রথমত রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ এবং দ্বিতীয়ত বলপ্রয়োগ মতবাদের প্রতি ইজিত করেছেন।

ঐশ্বরিক মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ। ঐশ্বরিক মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বর এ পৃথিবীর কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে তার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ প্রতিনিধিরাই জনসাধারণের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রকাশ করেন এবং জনসাধারণের রাজা হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। ঐশ্বরিক মতবাদ অনুসারে যেহেতু রাজা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, সেহেতু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারী জনগণের উচিত রাজার নির্দেশ মেনে চলা এবং রাজার কাছে অনুগত থাকা। রাজার অবাধ্য হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া। রাজা জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। কেননা তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, জনগণের প্রতিনিধি নন।

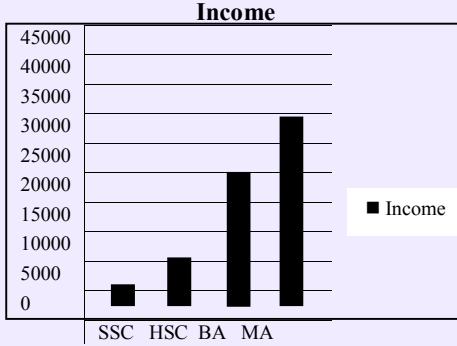
অন্যদিকে বলপ্রয়োগ মতবাদ অনুসারে শক্তি প্রয়োগই রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। মতবাদটি ‘দ্বন্দ্ব ও লড়াইয়ের প্রাকৃতিক আইন’ এবং ‘যোগ্যতমের টিকে থাকা’ এ দুটি তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে গড়ে তোলা হয়েছে। এ মতবাদ অনুসারে সবল ব্যক্তি দৈহিক শক্তির জোরে দুর্বলদের পরাভূত করে গোত্রপ্রধান হিসেবে আবির্ভূত হন। পরবর্তীতে একই ধারায় শক্তিশালী গোত্র আক্রমণ চালিয়ে দুর্বল গোত্রসমূহকে পরাজিত করে নিজেদের অধীনে আনে এবং বিজয়ী গোত্রপ্রধান নিজেদের ও দখলকৃত উভয় এলাকাকে একত্রিত করে তার অধীনে জনগোষ্ঠীর শাসকরূপে নিজেকে ঘোষণা দেন। আর এভাবেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। এ মতবাদ অনুসারে বলপ্রয়োগ যেমন রাষ্ট্র সৃষ্টির মূলে, তেমনি সৃষ্ট রাষ্ট্রের টিকে থাকার জন্যও বলপ্রয়োগ অপরিহার্য।

উপরের দুটি মতবাদ তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ঐশ্বরিক মতবাদ অপেক্ষা বলপ্রয়োগ মতবাদ বেশি গ্রহণযোগ্য।





প্রশ্ন ► ১



চিত্র-১

শিক্ষার হার	অপরাধের হার
২০	৬৭
৫০	৩৬
৯৫	৫

চিত্র-২

◀ শিখনফল-৬

- ক. ধর্ম কী? ১
- খ. শিক্ষা ঐতিহ্যের রক্ষক— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের ১নং চিত্রে শিক্ষার কোন ভূমিকাটি প্রস্ফুটিত হয়েছে?— ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের ২নং চিত্রটি যা প্রমাণ করে তার সপক্ষে যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনে যা যথার্থ সংহতি আনে এবং বিশ্বাসবোধের জন্ম দেয় তাই ধর্ম।

খ শিক্ষা ঐতিহ্যকে উত্তর পুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে।

সাধারণত শিক্ষাক্রমের অপেক্ষাকৃত উচ্চ পর্যায়েই শিক্ষার এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্য উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। দেশ ও দেশবাসীর অতীত ও তার সংগীত, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানকেই ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষা এই ঐতিহ্যকে বহন করে চলে। এ জন্যই শিক্ষাকে ঐতিহ্যের রক্ষক বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের ১নং চিত্রে প্রদর্শিত গ্রাফ দ্বারা শিক্ষার বৃত্তিগত ভূমিকাটি প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রদর্শিত গ্রাফটি বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

গ্রাফটিতে দেখানো হয়েছে, শিক্ষা গ্রহণের স্তরের সাথে বৃত্তিগত আয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। অর্থাৎ যে যতো বেশি শিক্ষার অধিকারী তার আয় ততো বেশি। বস্তুত ব্যক্তিকে জীবিকার্জনে সক্ষম নাগরিকে পরিণত করার ব্যাপারে শিক্ষার ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তিগত বিষয়ে বিশেষভাবে প্রস্তুত করে তোলে। তার ফলে শিক্ষার্থী সুস্থ একটি পেশায় যোগ দিতে পারে এবং রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তি মানুষকে উৎপাদনশীল কাজকর্মে অংশগ্রহণের উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবদান অস্বীকার করা যায় না। তবে উপার্জনের পরিমাণ কীরূপ হবে তা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর গ্রহণকৃত শিক্ষার স্তরের ওপর। এটা সহজেই অনুমেয় যে, একজন এসএসসি পাস শিক্ষার্থী এবং একজন এম এ পাস শিক্ষার্থীর আয় এক সমান হবে না। আবার একজন সাধারণ এম এ পাস এবং একজন ডাক্তারের আয় সমান হারে হবে না। যেমনটা উদ্দীপকে প্রদর্শিত গ্রাফে দেখানো হয়েছে।

উপরে প্রদত্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, ১নং চিত্রের গ্রাফে ব্যক্তির বৃত্তিগ্রহণ এবং আয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ২নং চিত্র প্রমাণ করে যে, জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার বাড়ার সাথে সাথে অপরাধ সংঘটনের হার কমে যায়। সংগত কারণেই আমি চিত্রে প্রদর্শিত তথ্যের সাথে সহমত পোষণ করি।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষের প্রকৃতি প্রদত্ত প্রবণতাগুলো বিকশিত করা এবং মানুষের মনে আদর্শ লক্ষ্যকে প্রবিস্ত করা। প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো, মানুষের সুপ্ত মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন। মানব প্রকৃতির মধ্যে সুপ্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান থাকে বহু কুপ্রবৃত্তিও। অপরাধ কমানোর জন্য সুপ্রবৃত্তি সমূহের উন্মেষ ও বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে কুপ্রবৃত্তিগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা আবশ্যিক। শিক্ষাই এই ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক উত্তরাধিকারের সৃষ্টি হয়। এই সামাজিক উত্তরাধিকারই ব্যক্তি মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এর ফলে মানুষ সমাজের বিধি নিষেধ ও রীতি-নীতিগুলো স্বাভাবিক অভ্যাস বশেই মান্য করে চলে, যা তাকে একই সাথে অপরাধ থেকেও বিরত রাখে। এই জন্যই দেখা যায়, যেসব দেশে শিক্ষার হার বেশি সেসব দেশে অপরাধ সংঘটনের হারও কম। যেমনটা উদ্দীপকের চিত্র-২ এ দেখানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি শ্রীলঙ্কায়। অপরাধ সংঘটনের দিক থেকেও শ্রীলঙ্কায় অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশ তথা ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম অপরাধ

সংঘটিত হয়। আবার আফ্রিকার প্রায় সকল দেশেই অপরাধ সংঘটনের হার বেশি। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষার হার তুলনামূলক বেশি হওয়ায় দেশটিতে অপরাধ সংঘটনের হারও অন্যান্য আফ্রিকান দেশের তুলনায় অনেক কম।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে অপরাধ সংঘটনের হার কমে যায়। আর এ বিষয়টি শিক্ষার ভূমিকা এবং বিভিন্ন দেশের তথ্য পর্যালোচনায় আজ প্রমাণিত সত্য।

প্রশ্ন ▶ ২ প্রতিদিন সকালে নাস্তার টেবিলে দৈনিক সংবাদ পড়েন কায়সার। সংবাদপত্রে সড়ক দুর্ঘটনা এবং সন্ত্রাস এর খবর পড়তে গিয়ে কায়সার দুর্ঘটনা ঘটানো ড্রাইভার এবং সন্ত্রাসী এর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী তা দেখতে পান। তিনি দেখলেন এদের অধিকাংশই অশিক্ষিত। কায়সার এর মনে হলো শিক্ষিত সমাজে দুর্ঘটনা এবং সন্ত্রাস কম হবে।

◀ *শিখনফল-৬*

- ক. এস্টেট প্রথা কী? ১
- খ. বিবর্তন ও প্রগতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো। ২
- গ. কায়সার এর মতে শিক্ষার দ্বারা সমাজের মধ্যে কোন বিষয়ের উদ্ভব ঘটবে যা সন্ত্রাস এবং দুর্ঘটনা কমাতে সহায়তা করবে? ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া শিক্ষার আর কী কী কাজ রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জমি জমার ওপর ভিত্তি করে যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে এস্টেট প্রথা বলা হয়।

খ বিবর্তন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো জিনিসের মধ্যে সুগোবস্থায় বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে। অপরপক্ষে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে মানবীয় প্রয়াসের ইতিবাচক পরিবর্তনকে প্রগতি বলে। বিবর্তন স্বয়ংক্রিয়, অচেতন এবং অপরিকল্পিত পরিবর্তন প্রক্রিয়া, অপরপক্ষে প্রগতি সাধারণত উদ্দেশ্যমূলক এবং পরিকল্পিত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কায়সার এর মতে শিক্ষার দ্বারা সমাজের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের বিকাশ ও কারিগরি দক্ষতার উদ্ভব ঘটবে যা সন্ত্রাস ও দুর্ঘটনা কমাতে সহায়তা করবে।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের সৃজনশীলতা ও মানবীয় গুণাবলির বিকাশ সাধন করা। জ্ঞান অর্জন এবং তার প্রয়োগ শিক্ষার একটি সর্বজনীন কাজ। শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির নৈতিক মান উন্নত করা এবং আদর্শ চরিত্র গঠন করা। মানুষের ভিতর মানবীয় গুণাবলির বিকাশ না ঘটলে তাকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গণ্য করা যায় না। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সামাজিক হয়। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মূল্যবোধ, ভাবাদর্শ, সমাজ অনুমোদিত আচার-আচরণ এবং সমাজে নিষিদ্ধ কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়। নৈতিকতার শিক্ষা পেলে, মানুষের কার্যকলাপে অনৈতিক কর্মকাণ্ড কম দেখা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বহু লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব। যে সকল লোক বেকার থেকে টাকার জন্য বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে

তারা অপরাধ করবে না। আবার সঠিকভাবে ড্রাইভিং ট্রেনিং দেওয়ার মাধ্যমে দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব। সুতরাং বলা যায়, ড্রাইভারদের সঠিক ট্রেনিং, কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা ও নৈতিক গুণাবলি উন্নয়নের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নৈতিক গুণাবলির বিকাশ এবং সঠিক কারিগরি প্রশিক্ষণ ছাড়াও শিক্ষার আরও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে।

সমাজে সদস্যদের মধ্যে শিক্ষা আত্মবিশ্বাস ও বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা জাগ্রত করে। শিক্ষা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের উপযোগী করে তোলে। রাজনৈতিক আচার-আচরণের মানকে উন্নত করার ক্ষেত্রে শিক্ষা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে ওঠে। তার ফলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করে চলে। ব্যক্তিকে জীবিকার্জনে সক্ষম নাগরিকে পরিণত করার ব্যাপারে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষা সমাজের মানুষের মধ্যে সমষ্টিগত চেতনা জাগ্রত করে। সমাজে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের আদর্শ, কৃষ্টি ও জীবনধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকে। সমাজের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য জানার ক্ষেত্রেও শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং বলা যায়, শিক্ষা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার মাধ্যমে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে তৈরি করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৩ কলেজের ক্লাস শেষে প্রায়ই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সাকিব ও জয়। একদিন সাকিব শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। সাকিব মনে করে, প্রথাগত আইনের অধীনে জ্ঞান শিক্ষা আবশ্যিক নয়। মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাভাবনার মূল চালিকাশক্তি হলো সামাজিক উপাদানসমূহ। অন্যদিকে, জয় মনে করে, শিক্ষা হলো একটি সামাজিক বিষয় যা শিশুদের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি নিশ্চিত করে।

◀ *শিখনফল-৭*

- ক. মানবসত্তা কয় ধরনের? ১
- খ. ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের সাকিবের সাথে শিক্ষাসম্পর্কিত যার মতবাদের সাদৃশ্য রয়েছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. শিক্ষাসম্পর্কিত জয়ের ধারণাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবসত্তা দুই ধরনের।

খ মানবসমাজে কখন ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

কোনো কোনো সমাজ চিন্তাবিদদের মতে, ধর্ম মানুষের সৃষ্টি। এটি অলীক কল্পনার ওপর নির্ভরশীল। আবার কেউ বা মনে করেন, ধর্ম মূলত ভূত-প্রেতের ভয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সে কারণে সকল ধর্মের ভিত্তিমূলে রয়েছে সর্বপ্রাণবাদ। মূলত নৈর্ব্যক্তিক শক্তিতে বিশ্বাস, ভয় কিংবা কোনো অনুভূতি থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়নি। ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে মানুষের প্রাচীন বিশ্বাস থেকে।

গ উদ্দীপকের সাকিবের সাথে শিক্ষাসম্পর্কিত কার্ল মাইনহেমের মতবাদের সাদৃশ্য রয়েছে।

শিক্ষা সম্পর্কে কার্ল মাইনহেম বলেন, জ্ঞান হচ্ছে গোষ্ঠীজীবনের সমন্বিত পদ্ধতি যা প্রত্যেকের সাধারণ কর্মকাণ্ডের কাঠামোকে উন্মুক্ত করে। তার মতে, জ্ঞান-বিজ্ঞান মূলত অস্তিত্বমূলক নিরূপণ। তবে এটা অপরিহার্য নয় যে, প্রথাগত প্রতিষ্ঠিত কোনো আইনের আওতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করবে। কিন্তু বাহ্যিক পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক মতবাদই হচ্ছে এর মূল নিয়ামক। এসব নিয়ামকই আমাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনার পরিধি এবং মাত্রা নির্ধারণ করে থাকে।

সাকিব কোনো প্রথাগত আইনের অধীনে শিক্ষালাভকে সমর্থন করে না। তার মতে, বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাভাবনার মূল চালিকাশক্তি হলো সামাজিক উপাদানসমূহ। সাকিবের এ বক্তব্য মূলত শিক্ষাসম্পর্কিত কার্ল মাইনহেমের মতবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ শিক্ষা সম্পর্কিত জয়ের ধারণাটি যথার্থ। কেননা, শিক্ষাসম্পর্কিত জয়ের ধারণার সাথে এমিল ডুর্খাইমের শিক্ষাসম্পর্কিত মতবাদের সাদৃশ্য রয়েছে।

জয় মনে করে, শিক্ষা হলো একটি সামাজিক বিষয় যা শিশুদের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি নিশ্চিত করে। শিক্ষাসম্পর্কিত জয়ের এই ধারণা এমিল ডুর্খাইমের ধারণার অনুরূপ। ডুর্খাইমের মতে, শিক্ষা হচ্ছে একটি সামাজিক বিষয়। অর্থাৎ সমাজের জন্য শিক্ষা হলো একটি মাধ্যম যা শিশুদের মধ্যে তাদের নিজের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি নিশ্চিত করে। তিনি শিক্ষাকে তরুণদের সামাজিকীকরণের হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন।

শিক্ষা মানুষের সামাজিক সভা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা শুধু শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয় না। এটি মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশেও অপরিহার্য। শিক্ষা সমষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে ব্যক্তিকে যোগ্য করে তোলে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গোষ্ঠীর জন্যও শিক্ষা সহায়ক। তাই শিক্ষা ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকে সমষ্টির যথাযথ অংশ রূপায়ণে সাহায্য করে। পরিশেষে বলা যায় যে, শিক্ষা সম্পর্কিত জয়ের উক্ত ধারণাটি যথার্থ ও যৌক্তিক।

প্রশ্ন ৪ মার্টিন লুথার ছিলেন একজন জার্মান ধর্মযাজক। তিনি ষোড়শ শতকে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম বিপ্লবের সূত্রপাত করেন। তিনি বলতেন, 'মানুষের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত। যে ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম, সততা ও নিষ্ঠার সাথে স্বীয় পেশায় নিয়োজিত থাকে সে পার্থিব জীবনে সম্পদশালী হতে পারে।' মার্টিন লুথারের এ মতবাদের ওপর ভিত্তি করে তৎকালীন প্রোটেস্ট্যান্টরা পার্থিব কাজকে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে গণ্য করে, সঞ্চারে উৎসাহী হয়, সঞ্চারী অর্থ বিনিয়োগ করে যা একসময় শিল্পবিপ্লবের সৃষ্টি করে।

- ক. সর্বপ্রাণবাদের অন্যতম রূপ কী ছিল? ১
খ. সামাজিক অগ্রগতি সাধনে শিক্ষার ভূমিকা কী রূপ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তব্যগুলোর সাথে কোন সমাজবিজ্ঞানীর চিন্তা চেতনার সাদৃশ্যতা খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়টি সামাজিক পরিবর্তনে কী রূপ ভূমিকা রেখেছিল বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ করো। ৪

ক সর্বপ্রাণবাদের অন্যতম রূপ ছিল পূর্বপুরুষ পূজা।

খ শিক্ষা ব্যতীত কোনোভাবেই সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। সামাজিক অগ্রগতি সাধনে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয় পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতি বিধানের মাধ্যমে। আদিম মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির মাধ্যমে সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে, আবার সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির সূচনা করেছে। আর শিক্ষা মানুষকে উন্নততর সঙ্গতি বিধানে সচেষ্ট করেছে। যার ফলে মানুষ আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতার স্বাদ ভোগ করছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তব্যগুলোর সাথে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের চিন্তা চেতনার সাদৃশ্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। ওয়েবার যুক্তি দেখান যে, পুঁজিবাদের উদ্ভবের পেছনে এক ধরনের বিশেষ অনুপ্রেরণা প্রয়োজন ছিল এবং তিনি সেই অনুপ্রেরণা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের নবতর ব্যাখ্যার মধ্যে খুঁজে পান। কঠোর পরিশ্রম, স্ব-স্ব পেশায় মনোনিবেশ, মিতব্যয়িতা, কৃচ্ছতা সাধন এসবই প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের অর্থনৈতিক নীতি বলে স্বীকৃত। এখানে তিনি ভাগ্যকে পূর্বনির্ধারিত বলে উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম, সততা ও নিষ্ঠার সাথে স্বীয় পেশায় নিয়োজিত থাকে সে পার্থিব জীবনে সম্পদশালী হতে পারে। প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম কাজকে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে গণ্য করার শিক্ষা দান করে, তাই এই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে পাশ্চাত্যের মানুষ পুঁজি গঠনে আত্মনিয়োগ করে। অতপর তারা শিল্পবিপ্লবও সৃষ্টি করে।

মার্টিন লুথার বলতেন, মানুষের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম, সততা ও নিষ্ঠার সাথে স্বীয় পেশায় নিয়োজিত থাকে সে পার্থিব জীবনে সম্পদশালী হতে পারে। তারই এ মতবাদের ওপর ভিত্তি করে তৎকালীন প্রোটেস্ট্যান্টরা পার্থিব কাজকে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে গণ্য করে। সঞ্চারে উৎসাহী হয়, আবার সেই সঞ্চারী অর্থ বিনিয়োগ করে এক সময় শিল্পবিপ্লবের সৃষ্টি করে।

অর্থাৎ মার্টিন লুথারের ধারণা মানুষের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পদশালী হওয়া, সঞ্চারে উৎসাহী হওয়া, সেই অর্থ বিনিয়োগ করে শিল্পবিপ্লবের সৃষ্টি করা।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের চিন্তাধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত বিষয়টি অর্থাৎ ধর্ম সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বলে আমি মনে করি।

প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের বিস্তারের মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক চার্চদের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষজন উদার মনোভাব সম্পন্ন প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করে। আর এই ধর্মের মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের চিন্তার জগতে আসে আমূল পরিবর্তন। আর এরই ধারাবাহিকতায় ইউরোপে শুরু হয় রেনেসাঁ। যার প্রভাব পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোতেও পরিলক্ষিত হয়।

প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম বিশ্বাসীরা কৃচ্ছতা সাধনকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। আর এই কৃচ্ছতা তাদেরকে সঞ্চারে উৎসাহী করে, আবার সেই সঞ্চারী অর্থ বিনিয়োগ করে বৃহৎ পুঁজি গঠনে সমর্থ হয়। এরই ভিত্তিতে উক্ত ধর্ম অনুসারীরা শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটিয়ে সমাজের মৌলকাঠামোয় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মীয়বোধ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে প্রণোদনা যোগায়। এ কারণেই ইউরোপ ও আমেরিকায় পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে অত্যন্ত সাবলীলভাবে। ম্যাক্স ওয়েবার সমাজ পরিবর্তনে ধর্মের প্রভাবশালী ভূমিকা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। কেননা তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মের অনুসারী রয়েছে এমনসব দেশে পুঁজিবাদের উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটেছে।



প্রশ্নব্যাংক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ► ৫ লিখিল গুলিস্তানের একটি দোকানে উন্নতমানের মিষ্টি তৈরি করে। পাশাপাশি সে মিষ্টিতে ভেজাল উপকরণ মিশাত না। এ বিষয়টি জানাজানি হলে লিখিলের মিষ্টির দোকানের সুনাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। কয়েকদিন পূর্বে গাজীপুরের এক ব্যবসায়ী তার দোকানের শাখা খোলার জন্যে দশ লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছে।

◀ *শিখনফল-১*

- ক. 'The Elementary Forms of Religious Life' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? ১
- খ. অবস্তুগত সম্পত্তি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. লিখিলের মিষ্টির দোকানের সুনামকে কী সম্পত্তি বলা যাবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সম্পত্তির মালিকানার ধরন বিশ্লেষণপূর্বক লিখিলের দোকানটির মালিকানা নির্ধারণ করো। ৪

নেং প্রশ্নের উত্তর

ক 'The Elementary Forms of Religious Life' গ্রন্থটির রচয়িতা এমিল ডুখেইম।

খ যেসব সম্পত্তির কোনো বস্তুগত রূপ নেই তাকেই অবস্তুগত বা বৃন্দ্বিবৃত্তিক সম্পত্তি বলে। অবস্তুগত সম্পত্তির উদাহরণ হলো সজ্জীত গ্রন্থের কপিরাইট, শ্রম, বৃন্দ্বিমত্তা ইত্যাদি। অবস্তুগত সম্পত্তির উপযোগিতা ও বিনিময় মূল্য রয়েছে। বস্তুগত এবং অবস্তুগত দুইটিই সম্পত্তির রূপ এবং উভয় সম্পত্তিরই উপযোগিতা ও বিনিময় মূল্য রয়েছে।

সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

- গ** সম্পত্তির প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করো।
- ঘ** সম্পত্তির মালিকানা বিষয়টি বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ► ৬ শাহরিয়ার মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে না। একদিন তার বাবা তাকে ডেকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল জ্ঞানার্জন। শিক্ষা মনের উন্নতি ঘটায়। মানব মনের সৃষ্ট প্রতিভাসমূহ বিকশিত করতে শিক্ষা একমাত্র সহায়ক।

◀ *শিখনফল-২*

- ক. ল্যাটিন শব্দ Educare এর অর্থ কী? ১
- খ. দলগত বা যৌথ মালিকানা বলতে কী বোঝায়? ২

উপরি-উক্ত আলোচনার বিশ্লেষণ হতে বলা যায়, ধর্ম মানুষকে সক্রিয় হতে, কঠোর পরিশ্রম করতে, মিতব্যয়ী হতে এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে স্ব-স্ব পেশায় আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। অর্থাৎ সমাজ পরিবর্তনে ধর্মের একটি ইতিবাচক প্রভাব আছে তা বলা যায়।

গ. শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শাহরিয়ারের বাবার উপদেশ সমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যাবলি সম্পর্কে যা জান লিখ। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ল্যাটিন শব্দ Educare এর অর্থ হলো লালন করা, প্রতিপালন করা বা পরিচর্যা করা।

খ কোনো সম্পত্তি যখন একাধিক ব্যক্তির মালিকানায় থাকে তখন তাকে যৌথ মালিকানা বলে। একদল ব্যক্তি যৌথ প্রচেষ্টায় একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তারা যার যার শেয়ার বা মূলধন অনুযায়ী লাভ-লোকসানের ভাগী হতে পারে। বস্তুত এক্ষেত্রে ঐ সকল ব্যক্তি দলগতভাবে ঐ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের যৌথ মালিকানার অধিকারী। বাংলাদেশে এ ধরনের অনেক ব্যবসা গড়ে উঠেছে যার মালিক একাধিক ব্যক্তি।

সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

- গ** শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো।
- ঘ** শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ করো।